হারীতসংহিতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্থাস্তে ভক্তাঃ কেশবং প্রতি।
ইতি পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ভূর্ভুবঃস্বর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো ব্রূহি সত্তম।
যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ ॥ ২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অত্রাহং কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমনুত্তমম্।
ঋষিভিঃ সহ সংবাদং হারীতস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩
হারীতং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমাসীনমিব পাবকম্।
প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্ব্বে মুনয়ো ধর্ম্মকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪
ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো ব্রূহি ভার্গব ॥ ৫
সমাসাদ্‌যোগশাস্ত্রঞ্চ বিষ্ণুভক্তিকরং পরম্।
এতচ্চান্যচ্চ ভগবন্ ব্রূহি নঃ পরমো গুরুঃ ॥ ৬
হারীতস্তানুবাচাথ তৈরেবং চোদিতো মুনিঃ।
শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥ ৭
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ যোগশাস্ত্রঞ্চ সত্তমাঃ।
সন্ধার্য্য মুচ্যতে মর্ত্ত্যো জন্মসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৮
পুরা দেবো জগৎস্রষ্টা পরমাত্মা জলোপরি।
সুষ্বাপ ভোগিপর্য্যঙ্কে শয়নে তু শ্রিয়া সহ ॥ ৯
তস্য সুপ্তস্য নাভৌ তু মহৎ পদ্মমভূৎ কিল।
পদ্মমধ্যেঽভবদ্‌ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গভূষণঃ ॥ ১০
স চোক্তো দেবদেবেন জগৎ সৃজ পুনঃপুনঃ।
সোঽপি সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১১
যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ।
অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ ॥ ১২
শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
যথা প্রোবাচ ভগবান্ ব্রহ্মযোনিঃ পিতামহঃ ॥ ১৩
তদ্বচঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুত দ্বিজসত্তমাঃ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং মোক্ষফলপ্রদম্ ॥ ১৪
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্‌যোগ্যং দেশমেব চ ॥ ১৫

প্রথম অধ্যায়।

রাজা অম্বরীষ, মার্কণ্ডেয় সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে সত্তম! ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোকস্থিত যে সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, ইহা পূর্ব্বে আপনি বলিয়াছেন। এক্ষণে বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের ধর্ম্ম আমাদিগকে বলুন, যাহা দ্বারা সনাতন নারসিংহ দেব সন্তুষ্ট হন। ইহা শ্রবণ করিয়া মার্কণ্ডেয় বলিয়াছিলেন,—আমি, এইস্থলে পূর্ব্বকালে ঋষিগণের সহিত মহাত্মা হারীতের যে অত্যুত্তম সংবাদ হইয়াছিল, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মুনিসকল, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বহ্নিসদৃশ দীপ্তিশালী, উপবিষ্ট হারীতকে নমস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে ভার্গব! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! হে সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ভগবন্! আমাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমসকলের ধর্ম্ম-সমূহ বলুন এবং সংক্ষেপে বিষ্ণুভক্তিকর যোগশাস্ত্র অন্যান্য যাহা বিষ্ণুভক্তিকর, তাহাও বলুন, আপনি আমাদিগের গুরু। সেই মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া ভগবান্ হারীত তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,—হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! আমি বর্ণ ও আশ্রমসমূহের নিত্যধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধর্ম্ম ও যোগশাস্ত্র সম্যক্‌প্রকার ধারণ করিলে মনুষ্য জন্ম-সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পূর্ব্বে (সৃষ্টির প্রাক্‌কালে) জলোপরি লক্ষ্মীর সহিত নাগপর্য্যঙ্কে পরমাত্মা দেব জগৎস্রষ্টা বিষ্ণু, যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত ভগবানের নাভিদেশে একটি মহৎ পদ্ম হইয়াছিল। সেই পদ্মমধ্যে বেদবেদাঙ্গভূষণ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবদেব ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বারংবার "জগৎ সৃজন কর" এইরূপ বলিলে তিনি দেবাসুরমনুষ্যলোকযুক্ত এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির জন্য অপাপ ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে সৃজন করিলেন; তৎপরে বাহুদ্বয়, ঊরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ পদ্মযোনি, তাহাদিগের ধন, যশঃ, আয়ু, স্বর্গ ও মোক্ষকর যে সকল বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা শ্রবণ করুন্। ব্রাহ্মণীগর্ভে ব্রাহ্মণ-ঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত; সেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ও বাসযোগ্য দেশ

কৃষ্ণসারো মৃগো যত্র স্বভাবেন প্রবর্ত্ততে।
তস্মিন্ দেশে বসেদ্ধর্ম্মঃ সি[illegible]॥ ১৬
ষট্‌কর্ম্মাণি নিজান্যাহুর্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
তৈরেব সততং যস্তু বর্ত্তয়েৎ সুখমেধতে॥ ১৭
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যাজনং যজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ষট্‌কর্ম্মাণীতি চোচ্যতে॥ ১৮
অধ্যাপনঞ্চ ত্রিবিধং ধর্ম্মার্থমৃক্‌থকারণাৎ।
শুশ্রূষাকরণঞ্চেতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৯
এষামন্যতমাভাবে বৃষাচারো ভবেদ্‌দ্বিজঃ।
তত্র বিদ্যা ন দাতব্যা পুরুষেণ হিতৈষিণা॥ ২০
যোগ্যানধ্যাপয়েচ্ছিষ্যানযোগ্যানপি বর্জ্জয়েৎ।
বিদিতাৎ প্রতিগৃহ্লীয়াদ্‌গৃহে ধর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ২১
বেদঞ্চৈবাভ্যসেন্নিত্যং শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং তথা পাঠ্যং ব্রাহ্মণৈঃ শুদ্ধমানসৈঃ॥ ২২
বেদবৎ পঠিতব্যঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ দিবা নিশি।
স্মৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রুতিহীনে তথৈব চ॥ ২৩
দানং ভোজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠেদ্‌দ্বিজঃ॥ ২৪
শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৫
গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
সায়ং প্রাতরুপাসীত বিবাহাগ্নিং দ্বিজোত্তমঃ॥ ২৬
সুস্নাতস্তু প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবং দিনে দিনে।
অতিথীনাগতাঞ্শক্ত্যা পূজয়েদবিচারতঃ॥ ২৭
অন্যানভ্যাগতান্ বিপ্রাঃ পূজয়েচ্ছক্তিতো গৃহী।
স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জ্জিতঃ॥ ২৮
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত সায়ং প্রাতরুদারধীঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধো নাধর্ম্মে বর্ত্তয়েন্মতিম্॥ ২৯

বলিতেছি। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতই বিচরণ করিয়া থাকে, সেই দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন; যেহেতু ধর্ম্ম সেই দেশেই সিদ্ধ হয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণের স্বকীয় ছয় প্রকার কর্ম্ম কথিত হইয়াছে; যিনি সেই ছয় প্রকার কর্ম্ম দ্বারা জীবন যাপন করেন, তিনি সুখ লাভ করেন। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধ্যাপন তিন প্রকার;—এক, ধর্ম্মের নিমিত্ত, দ্বিতীয়, ধনের জন্য; তৃতীয় শুশ্রূষালাভ জন্য। যে ব্রাহ্মণ এই সকল কর্ম্মের মধ্যে অভাবপক্ষে একটী কর্ম্মও না করেন, তাঁহাকে বৃষাচার বলা গিয়া থাকে। এতাদৃশ কর্ম্মহীন ব্রাহ্মণকে হিতৈষী ব্যক্তি কখনও বিদ্যাদান করিবে না। উপযুক্ত শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবে। এবং অযোগ্য শিষ্যকে পরিত্যাগ করিবে। বিদিত (অর্থাৎ নিষ্পাপ বলিয়া লোকসমাজে জ্ঞাত) ব্যক্তির নিকট, 'গৃহে' ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য প্রতিগ্রহ করিবে। (এই শ্লোকে 'গৃহে' এই শব্দ থাকাপ্রযুক্ত প্রতীয়মান হইতেছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তির নিকটই প্রতিগ্রহ বিধেয়, অন্যত্র নহে।) প্রতিদিন শুচিপ্রদেশে নিবিষ্টচিত্তে বেদাভ্যাস করিবে। শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদের ন্যায় পাঠ করিতে হইবে এবং দিবারাত্র গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রুতিস্মৃতিবিহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে কিংবা ভোজন করাইলে সেই দান ভোজনাদি কর্ম্ম, দাতার কুলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবেন। শ্রুতি এবং স্মৃতি, ব্রাহ্মণের দেবনির্ম্মিত চক্ষুদ্বয়। ইহার মধ্যে, শ্রুতি কিংবা স্মৃতিরূপ একচক্ষু না থাকিলে কাণ এবং, শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ উভয়নেত্রহীন হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হন; (তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান নেত্রদ্বয় থাকিলেই ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ হন না; পরন্তু বেদ ও শাস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ চক্ষুষ্মান্ বলিয়া কথিত হন; বাহ্যপথে পরিভ্রমণ কালেই আমাদিগের এই বহিশ্চক্ষু উপকারে আসে; কিন্তু জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে হইলে এই বহিশ্চক্ষুদ্বয় কোন উপকারেই আসে না; সে স্থলে শ্রুতি এবং স্মৃতিরূপ চক্ষুদ্বয়ই পথপ্রদর্শক, এবঞ্চ ব্রাহ্মণগণেরও সর্ব্বদাই বাহ্যমার্গ পরিত্যাগ করিয়া আন্তর অর্থাৎ জ্ঞানমার্গেই বিচরণ করিতে হয়; সুতরাং শ্রুতি এবং স্মৃতিরূপ চক্ষু না থাকিলে ব্রাহ্মণকে প্রতিপদেই অন্ধের ন্যায় বিড়ম্বিত হইতে হয়)। নিরালস্য হইয়া গুরু-শুশ্রূষা করিবে এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বিবাহাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিবে। যথাবিধি স্নানসমাপনান্তে প্রতিদিনই বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। শক্তি অনুসারে গৃহাগত অতিথিগণকে, বিচার না করিয়া (অর্থাৎ নির্গুণ-সগুণ-আদি বিবেচনা না করিয়া) পূজা করিবে। অন্য অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে, গৃহী, শক্তি অনুসারে পূজা করিবে। সর্ব্বকালেই স্বদাররত থাকিবে ও পরদার বর্জ্জন করিবে। উদারবুদ্ধি ব্যক্তি, সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোম করিয়া ভোজন করিবে। সত্যবাদী ও জিতক্রোধ হইবে;

স্বকর্ম্মণি চ সম্প্রাপ্তে প্রমাদান্ন নিবর্ত্ততে।
সত্যাং হিত্যাং বদেদ্বাচং পরলোকহিতৈষিণীম্ ॥ ৩০
এষ ধর্ম্মঃ সমুদ্দিষ্টো ব্রাহ্মণস্য সমাসতঃ।
ধর্ম্মমেব হি যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৩১
ইত্যেষ ধর্ম্মঃ কথিতো ময়ায়ং
দ্বিজ
বদামি রাজ্ঞামপি চৈব ধর্ম্মান্
পৃথক্ পৃথগ্ বোধত বিপ্রবর্য্যাঃ ॥ ৩২
ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

ক্ষত্রাদীনাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
যেষু প্রবৃত্তা বিধিনা সর্ব্বে যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ১
রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজা ধর্ম্মেণ পলায়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্যজ্ঞান যথাবিধি ॥
দদ্যাদ্দানং দ্বিজাতিভ্যো ধর্ম্মবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
স্বভার্য্যানিরতো নিত্যং ষড় ভাগার্হঃ সদা নৃপঃ ॥ ৩
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা ॥ ৪
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োঽপ্যেবমাচরন্ ॥ ৫
গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।
দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৬
দম্ভমোহবিনির্ম্মুক্তস্তথা বাগনসূয়কঃ।
স্বদারনিরতো দান্তঃ পরদারবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭
ধনৈর্বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা যজ্ঞকালে তু যাজকান্।
অপ্রভুত্বঞ্চ বর্ত্তেত ধর্ম্মেষ্বা দেহপাতনাৎ ॥ ৮
যজ্ঞাধ্যয়নদানানি কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
পিতৃকার্য্যপরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চনাপরঃ ॥ ৯
এতদ্বৈশ্যস্য ধর্ম্মোঽয়ং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতি।
এতদাচরতে যো হি স স্বর্গী নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
বর্ণত্রয়স্য শুশ্রূষাং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ প্রযত্নতঃ।
দাসবদ্ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিশেষেণ সমাচরেৎ ॥ ১১
অযাচিতপ্রদাতা চ কষ্টং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পাকযজ্ঞবিধানেন যজেদ্দেবমতন্দ্রিতঃ ॥ ১২

অধর্ম্মে মতি করিবে না; শাস্ত্রবিহিত স্বকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রমাদপ্রযুক্ত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। পরের মঙ্গলজনক ও পরলোক-হিতকারী সত্য বাক্য বলিবে। এই সংক্ষেপে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথিত হইল। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণই করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মপদ অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিতে পারেন। হে দ্বিজোত্তমগণ! এই আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত, অখিলপাপহারী ধর্ম্ম, আমি কহিলাম। এক্ষণে রাজন্যগণের এবং পৃথক্ পৃথক্ বৈশ্য ও শূদ্রগণেরও ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ১—৩২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথাক্রমে ক্ষত্রাদি বর্ণত্রয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, যে ধর্ম্মের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় উত্তমগতি লাভ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করত সম্যক্ অধ্যয়ন করিবেন এবং যথাবিধি যজ্ঞসকলও করিবেন। রাজা ধর্ম্মবুদ্ধি-সমন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবেন, নিয়ত স্বভার্য্যানিরত হইবেন ও সর্ব্বকালেই ষড়ভাগের একভাগ কর গ্রহণ করিবেন। এবঞ্চ নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু, সন্ধি-বিগ্রহাদির তত্ত্বজ্ঞ, দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে (অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে) রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্মপরিবর্জ্জন করিতে হইবে। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন। বৈশ্য যথাবিধি গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্য করিবে এবং যথাশক্তি দান ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। বৈশ্য, দম্ভমোহবিহীন, বাক্যদ্বারাও পরের অহিংসক, স্বদারনিরত, দান্ত ও পরদারবিহীন হইবে। বৈশ্য, ধনব্যয় দ্বারা বিপ্র ও যজ্ঞকালে যাজকদিগকে ভোজন করাইবে। দেহপতন অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত, ধর্ম্মসমূহে অপ্রভুত্ব করিয়া কালক্ষয় করিবে; নিরালস্য হইয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান করিবে; পিতৃকার্য্য-পর হইবে এবং ভগবান্ নরসিংহদেবের পূজারত হইবে। ইহাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত যে বৈশ্য, এতদুক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে অন্তে স্বর্গ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। শূদ্র, যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করিবে, বিশেষতঃ ভৃত্যের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে; অযাচিত-প্রদাতা (অর্থাৎ প্রার্থনা না করিতেই প্রদানকারী) হইয়া, জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কষ্ট স্বীকার করিবে। পাকযজ্ঞ-বিধানানুসারে আলস্যহীন হইয়া দেবপূজা করিবে

শূদ্রাণামধিকং কুর্য্যাদর্চ্চনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
ধারণং জীর্ণবস্ত্রস্য বিপ্রস্যোচ্ছিষ্টভোজনম্।
স্বদারেষু রতিশ্চৈব পরদারবিবর্জ্জনম্ ॥ ১৩
ইত্থং কুর্য্যাৎ সদা শূদ্রো মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
স্থানমৈন্দ্রমবাপ্নোতি নষ্টপাপঃ সুপুণ্যকৃৎ ॥ ১৪
বর্ণেষু ধর্ম্মা বিবিধা ময়োক্তা
যথা তথা ব্রহ্মমুখেরিতাঃ পুরা।
শৃণুধ্বমত্রাশ্রমধর্ম্মমাদ্যং
ময়োচ্যমানং ক্রমশো মুনীন্দ্রাঃ ॥ ১৫

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

এবং ন্যায়পথাবলম্বী শূদ্রগণের বিলক্ষণ অর্চ্চনা করিবে। শূদ্র—মন, বাক্য ও শরীর-ক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বকালে যথাযথ জীর্ণবস্ত্র ধারণ, বিপ্রের উচ্ছিষ্টভোজন, স্বকীয় দারে রতি, পরদার বিবর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিবে। এই সকল কর্ম্ম করিলে পাপ নষ্ট হয় ও পুণ্যবলে শূদ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করে। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা যে প্রকার বলিয়াছেন, আমি বর্ণ সকলের সেই নানাপ্রকার ধর্ম্ম কহিলাম। হে মুনিগণ! এক্ষণে আমি আদ্য আশ্রমধর্ম্ম বলিতেছি, ক্রমশঃ আপনারা শ্রবণ করুন। ১—১৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উপনীতো মাণবকো বসেদ্গুরুকুলেষু চ।
গুরোঃ কুলে প্রিয়ং কুর্য্যাৎ কর্ম্মণা মনসা গিরা ॥ ১
ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা তথা বহ্নেরুপাসনা।
উদকুম্ভান্ গুরোর্দদ্যাদ্গোগ্রাসঞ্চেন্ধনানি চ ॥ ২
কুর্য্যাদধ্যয়নঞ্চৈব ব্রহ্মচারী যথাবিধি
বিধিং ত্যক্ত্বা প্রকুর্ব্বাণো ন স্বাধ্যায়ফলং লভেৎ ॥ ৩
যঃ কশ্চিৎ কুরুতে ধর্ম্মং বিধিং হিত্বা দুরাত্মবান্।
ন তৎফলবাপ্নোতি কুর্ব্বাণোঽপি বিধিচ্যুতঃ ॥ ৪
তস্মাদ্বেদব্রতানীহ চরেৎ স্বাধ্যায়সিদ্ধয়ে।
শৌচাচারমশেষন্তু শিক্ষয়েদ্গুরুসন্নিধৌ ॥ ৫
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ মেখলাঞ্চোপবীতকম্।
ধারয়েদপ্রমত্তশ্চ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ৬
সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং ভোজ্যার্থ্যং সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আচম্য প্রয়তো নিত্যং ন কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্ ॥ ৭
ছত্রঞ্চোপানহঞ্চৈব গন্ধমাল্যাদি বর্জ্জয়েৎ।
নৃত্যগীতমথালাপং মৈথুনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৮
হস্ত্যশ্বারোহণঞ্চৈব সন্ত্যজেৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
সন্ধ্যোপাস্তিং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মচারী ব্রতস্থিতঃ ॥ ৯
অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানতঃ।
তথা যোগং প্রকুর্ব্বীত মাতাপিত্রোশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ১০
এতেষু ত্রিষু নষ্টেষু নষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এতেষাং শাসনে তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মচারী বিমৎসরঃ ॥ ১১
অধীত্য চ গুরোর্ব্বেদান বেদৌ বা বেদমেব বা

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, উপনীত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবে এবং কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা গুরুকুলের মঙ্গল করিবে। গুরুগৃহে বাসকালে ব্রহ্মচর্য্য, নিম্ন-শয্যা ও বহ্নির উপাসনা করিবে এবং গুরুর জলকুম্ভাহরণ, কাষ্ঠাহরণ ও গোগ্রাস প্রদান করিবে। ব্রহ্মচারী যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিবে। বিধি পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন করিলে অধ্যয়নের ফল লাভ হয় না। যে কোন ব্যক্তি, দুঃস্বভাববশতঃ বিধি পরিত্যাগ করিয়া বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম করে, সে অধ্যয়নাদির ফল লাভ করিতে পারে না এবং বিধিবিরুদ্ধ-কর্ম্মচারী ব্যক্তি, বিধি অর্থাৎ মঙ্গলজনক পুণ্যাদি হইতে বিযুক্ত হয়। সেই হেতু স্বাধ্যায়সিদ্ধির নিমিত্ত বেদবিহিত ব্রতাদির আচরণ করিবে। গুরু-সন্নিধানে অশেষবিধ শৌচশিক্ষা করিবে। সমাহিত ব্রহ্মচারী, প্রমাদরহিত হইয়া অজিন, দণ্ডকাষ্ঠ, মেখলা ও উপবীত ধারণ করিবে। আহার্য্য বস্তু লাভের নিমিত্ত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাচরণ করিবে। ব্রহ্মচারী স্নানকালীন আচমনের পরে কোন দিনও দন্তধাবন করিবেন না। ছত্র পাদুকা, গন্ধমাল্যাদি, নৃত্যগীত, নিরর্থক আলাপ ও মৈথুন—ব্রহ্মচারী এই সকল অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন। সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হস্তী ও অশ্বে আরোহণ পরিত্যাগ করিবেন। ব্রতস্থিত ব্রহ্মচারী, নিয়মানুসারে সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাপনান্তে গুরুর পাদদ্বয়ের অভিবাদন করিয়া ভক্তিসহকারে পিতা ও মাতার বন্দনা করিবে। আচার্য্য, মাতা ও পিতা নষ্ট হইলে (অর্থাৎ অবজ্ঞাদির দ্বারা ক্ষুব্ধ হইলে) সকল দেবতা নষ্ট হন। এই হেতু ব্রহ্মচারী মৎসর বিহীন হইয়া ইহাঁদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর নিকটে বেদত্রয়, বেদদ্বয়, অথবা এক বেদ

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥ ১২
যস্যৈতানি সুগুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ।
সন্ন্যাসসময়ং কৃত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মচর্য্যয়া ॥ ১৩
তস্মিন্নেব নয়েৎ কালমাচার্য্যে যাবদায়ুষম্।
তদভাবে চ তৎপুত্রে তচ্ছিষ্যে বাথবা কুলে।
ন বিবাহো ন সন্ন্যাসো নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে ॥ ১৪
ইমং যো বিধিমাস্থায় ত্যজেদ্দেহমতন্দ্রিতঃ।
নেহ ভূয়োঽপি জায়েত ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৫
যো ব্রহ্মচারী বিধিনা সমাহিত-
শ্চরেৎ পৃথিব্যাং গুরুসেবনে রতঃ।
সম্প্রাপ্য বিদ্যামতিদুর্লভাং শিবাং
ফলঞ্চ তস্যাঃ সুলভন্তু বিন্দতি ॥ ১৬

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যয়ন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে, অনন্তর গ্রামে গিয়া সংযমী হইয়া বাস করিবে। যাহার জিহ্বা, উপস্থ, উদর, এবং হস্ত, সুগুপ্ত (অর্থাৎ বশীকৃত) তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক সেই আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কালযাপন করিবেন। আচার্য্যাভাবে তৎপুত্রের নিকটে তদভাবে বেদাধ্যাপক আচার্য্যের শিষ্যসমীপে, তদভাবে আচার্য্যকুলে পূর্ব্বোক্ত বিধিতে বাস করিবে। যিনি অধ্যয়নের পর এই রূপে গুরুকুলে বাস করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক বলা যায়। এই নৈষ্ঠিক ব্যক্তি, বিবাহ বা সম্পূর্ণ সন্ন্যাস করিবেন না। যিনি নিরালস্য হইয়া বিধি-অনুসারে পূর্ব্বকথিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত দেহ ত্যাগ করেন, সেই দৃঢ়ব্রত ব্রহ্মচারী এই সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে সমাহিত ব্রহ্মচারী বিধিপূর্ব্বক গুরুসেবা-পরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি অতি দুর্লভ শুভ বিদ্যা লাভ করেন ও তাদৃশজন-সুলভ বিদ্যার ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ১—১৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গৃহীতবেদাধ্যয়নঃ শ্রুতশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অসমানার্য্যগোত্রাং হি কন্যাং সভ্রাতৃকাং শুভাম্ ॥ ১
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ব্রাহ্মেণ বিধিনা কুর্য্যাৎ প্রশস্তেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২
তথান্যে বহবঃ প্রোক্তা বিবাহা বর্ণধর্ম্মতঃ।
ঔপাসনঞ্চ বিধিবদাহৃত্য দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ সর্ব্বকালমতন্দ্রিত
স্নানং কার্য্যং ততো নিত্যং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্ ॥ ৪
উষঃকালে সমুত্থায় কৃতশৌচো যথাবিধি।
মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো নরঃ ॥ ৫
তস্মাচ্ছুষ্কমথার্দ্রং বা ভক্ষয়েদ্দন্তকাষ্ঠকম্।
করঞ্জং খাদিরং বাপি কদম্বং কুরবং তথা ॥ ৬
সপ্তপর্ণপৃশ্নিপর্ণীজম্বুনিম্বং তথৈব চ।
অপামার্গঞ্চ বিল্বঞ্চার্কঞ্চোড়ুম্বরমেব চ ॥ ৭
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবনকর্ম্মণি।
দন্তকাষ্ঠস্য ভক্ষশ্চ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অর্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, অসমানার্য্য-গোত্রা (অর্থাৎ যে কন্যার গোত্র ও প্রবর স্বকীয় গোত্র-প্রবরের সহিত মিলে না), ভ্রাতৃমতী, শুভলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা ও সুচরিত্রা কন্যা বিবাহ করিবে। যদিও বর্ণ-ধর্ম্মানুসারে গন্ধর্ব্বাদি নানাপ্রকার বিবাহ কথিত আছে, তাহা হইলেও প্রশস্ত অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মবিধি-(পাত্রকে যথাবিধি আমন্ত্রণান্তে পূজা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কন্যাপ্রদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ বিধি) অনুসারে পাণিগ্রহণ করিবে। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! উপাসনোপযুক্ত কাষ্ঠ সকল আনয়ন করত তন্দ্রারহিত হইয়া প্রতিদিনই প্রভাত ও সায়ংসময়ে অগ্নিতে হোম করিবে। উষাকালে উত্থান করত যথাবিধি শৌচ করিয়া প্রতিদিন দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। মুখ অধৌত থাকিলে মনুষ্য অপ্রযত হয়; এইজন্য আর্দ্র অথবা শুষ্ক দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। করঞ্জ, খদির, কদম্ব, কুরব, সপ্তপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, জম্বু, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক ও উড়ুম্বর এই সকল কাষ্ঠ দন্তধাবন কর্ম্মে প্রশস্ত। কণ্টকিবৃক্ষের ও ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের

অষ্টাঙ্গুলেন মানেন দন্তকাষ্ঠমিহোচ্যতে।
প্রাদেশমাত্রমথবা তেন দন্তান্ বিশোধয়েৎ॥ ৯
প্রতিপৎপর্ব্বষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগাদ্দহত্যা সপ্তমং কুলম্॥ ১০
অভাবে দন্তকাঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষু চ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্ম্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥ ১১
স্নাত্বা মন্ত্রবদাচম্য পুনরাচমনং চরেৎ।
মন্ত্রবৎ প্রোক্ষ্য চাত্মানং প্রক্ষিপেদুদকাঞ্জলিম্॥ ১২
আদিত্যেন সহ প্রাতর্মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
যুধ্যন্তি বরদানেন ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ॥ ১৩
উদকাঞ্জলিনিক্ষেপা গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতাঃ।
নিঘ্নন্তি রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ মন্দেহাখ্যান্ দ্বিজেরিতাঃ॥ ১৪
ততঃ প্রয়াতি সবিতা ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
মরীচ্যাদ্যৈর্ম্মহাভাগৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ॥ ১৫
তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ ১৬
সায়ং মন্ত্রবদাচম্য প্রোক্ষ্য সূর্য্যস্য চাঞ্জলিম্
দত্ত্বা প্রদক্ষিণং কুর্য্যাজ্জলং স্পৃষ্ট্বা বিশুধ্যতি॥ ১৭
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্যাবদাদিত্যদর্শনাৎ॥ ১৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সাদিত্যাঞ্চ যথাবিধি।
গায়ত্রীমভ্যসেত্তাবদ্যাবত্তারা ন পশ্যতি॥ ১৯
ততশ্চাবসথং প্রাপ্য কৃত্বা হোমং স্বয়ং বুধঃ।
সঞ্চিন্ত্য পোষ্যবর্গস্য ভরণার্থং বিচক্ষণঃ॥ ২০
ততঃ শিষ্যহিতার্থায় স্বাধ্যায়ং কিঞ্চিদাচরেৎ।
ঈশ্বরঞ্চৈব কার্য্যার্থমভিগচ্ছেদ্দ্বিজোত্তমঃ॥ ২১
কুশপুষ্পেন্ধনাদীনি গত্বা দূরং সমাহরেৎ।
ততো মাধ্যাহ্নিকং কুর্য্যাচ্ছুচৌ দেশে মনোরমে॥ ২২
বিধিং তস্য প্রবক্ষ্যামি সমাসাৎ পাপনাশনম্।
স্নাত্বা যেন বিধানেন মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥ ২৩
স্নানার্থং মৃদমানীয় শুদ্ধাক্ষততিলৈঃ সহ
সুমনাশ্চ ততো গচ্ছেন্নদীং শুদ্ধজলাধিকাম্॥ ২৪
নদ্যান্তু বিদ্যমানায়াং ন স্নায়াদন্যবারিণি।
ন স্নায়াদল্পতোয়েষু বিদ্যমানে বহূদকে॥ ২৫
সরিদ্বরং নদীস্নানং প্রতিস্রোতঃস্থিতশ্চরেৎ

দন্তধাবন-কাষ্ঠ যথাক্রমে পুণ্য ও যশোদায়ক। এই সংক্ষেপে ব্যবহার্য্য দন্তকাষ্ঠ প্রকীর্ত্তিত হইল। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণ অথবা দশাঙ্গুল প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ এই স্থানে কথিত হইতেছে। প্রতিপদ্, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ষষ্ঠী ও নবমীতিথিতে দন্তে সহিত কাষ্ঠযোগ করিলে, সপ্তমকুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়, এইজন্য ঐ দিনে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। নিষিদ্ধ দিবসে দন্তকাষ্ঠের ব্যবহার না করিয়া কেবল দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দ্বারা মুখ-শুদ্ধির আচরণ করিবে। পূর্ব্বে আচমন করিয়া, স্মৃত্যন্তরে কথিত মন্ত্রে স্নান করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অন্য স্মৃতিতে কথিত মন্ত্রে আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অব্যক্তজন্মা ভগবান ব্রহ্মার বরদানে সবল 'মন্দেহ' নামে রাক্ষসগণ প্রাতঃকালে সূর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-নিক্ষিপ্ত গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত জলাঞ্জলি সেই সকল মন্দেহনামক রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া সূর্য্য মহাভাগ মরীচ্যাদি ও সনকাদি যোগিগণের সহিত গমন করেন। সেইজন্য সায়ং ও প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উল্লঙ্ঘন করিবে না; যে ব্যক্তি মোহবশতঃ সন্ধ্যার উল্লঙ্ঘন করে, সে নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। সায়ংকালে আচমনান্তে মন্ত্র দ্বারা আপনাকে প্রোক্ষিত করত সূর্য্যকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রদক্ষিণ করিবে; তদন্তে জলস্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। যথাবিধি নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং যতক্ষণ সূর্য্য সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হন, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত সময়েই সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে এবং যে কাল পর্য্যন্ত নক্ষত্র দর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত গায়ত্রীর অভ্যাস করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত দ্বিজোত্তম, স্বয়ং হোম করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণের উপায় চিন্তা করিবেন; তাহার পর শিষ্যসকলের মঙ্গলের জন্য কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায় আচরণ করিবেন; তৎপরে কার্য্যের জন্য রাজার নিকটে গমন করিবেন। দূরদেশে গমন করিয়া কুশ, পুষ্প ও কাষ্ঠ আহরণ করিবেন তৎপরে মনোরম শুদ্ধদেশে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান করিবেন। সংক্ষেপে পাপনাশক সেই স্নানের বিধি বলিতেছি। সেই বিধি অনুসারে স্নান করিলে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। শুদ্ধ তণ্ডুল ও তিলের সহিত স্নানার্থ মৃত্তিকাগ্রহণপূর্ব্বক সুমনা হইয়া শুদ্ধ ও অধিক জলশালিনী নদীতে গমন করিবে। নদী বিদ্যমানা থাকিলে অন্য জলে স্নান করিবে না। এবং বহুজলপূর্ণ সরোবরাদি থাকিলে অল্পজল কূপাদিতে স্নান করিবে না। নদীস্নানই প্রশস্ত, স্রোতের প্রতিকূলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নদীস্নান

তড়াগাদিষু তোয়েষু স্নায়াচ্চ তদভাবতঃ ॥ ২৬
শুচিদেশং সমভ্যুক্ষ্য স্থাপয়েৎ সকলাম্বরম্।
মৃত্তোয়েন স্বকং দেহং লিম্পেৎ প্রক্ষাল্য যত্নতঃ ॥ ২৭
স্নানাদিকঞ্চ সম্প্রাপ্য কুর্য্যাদাচমনং বুধঃ।
সোঽন্তর্জ্জলং প্রবিশ্যাথ বাগ্‌যতো নিয়মেন হি।
হরিং সংস্মৃত্য মনসা মজ্জয়েচ্চোরুমজ্জলে ॥ ২৮
ততস্তীরং সমাসাদ্য আচম্যাপঃ সমন্ততঃ।
প্রোক্ষয়েদ্বারুণৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাবমানীভিরেব চ ॥ ২৯
কুশাগ্রকৃততোয়েন প্রোক্ষ্যাত্মানং প্রযত্নতঃ।
স্যোনাপৃথিবীতি মৃদ্‌গাত্রে ইদং বিষ্ণুরিতি দ্বিজাঃ ॥ ৩০
ততো নারায়ণং দেবং সংস্মরেৎ প্রতিমজ্জনম্।
নিমজ্জ্যান্তর্জ্জলে সম্যক্‌ ক্রিয়তে চাঘমর্ষণম্ ॥ ৩১
স্নাত্বাক্ষততিলৈস্তদ্বদ্দেবর্ষিপিতৃভিঃ সহ।
তর্পয়িত্বা জলং তস্মান্নিষ্পীড্য চ সমাহিতঃ ॥ ৩২
জলতীরং সমাসাদ্য তত্র শুক্লে চ বাসসী।
পরিধায়োত্তরীয়ঞ্চ কুর্য্যাৎ কেশান্ন ধূনয়েৎ ॥ ৩৩
ন রক্তমুল্বণং বাসো ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে।
মলাক্তং গন্ধহীনঞ্চ বর্জ্জয়েদম্বরং বুধঃ ॥ ৩৪
ততঃ প্রক্ষালয়েৎ পাদৌ মৃত্তোয়েন বিচক্ষণঃ।
দক্ষিণন্তু করং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ পুনঃ ॥ ৩৫
ত্রিঃ পিবেদীক্ষিতং তোয়মাস্যং দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ।
পাদৌ শিরস্ততোঽভ্যুক্ষ্য ত্রিভিরাস্যমুপস্পৃশেৎ ॥ ৩৬
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুষী সমুপস্পৃশেৎ
তথৈব পঞ্চভির্মূর্দ্ধ্নি স্পৃশেদেবং সমাহিতঃ ॥ ৩৭
অনেন বিধিনাচম্য ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধমানসঃ।
কুর্ব্বীত দর্ভপাণিস্তূদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখোঽপি বা ॥ ৩৮
প্রাণায়ামত্রয়ং ধীমান্ যথান্যায়মতন্দ্রিতঃ।
জপযজ্ঞং ততঃ কুর্য্যাদ্গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥ ৩৯
ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাত্তস্য তত্ত্বং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধাকৃতিঃ ॥ ৪০
ত্রয়াণামপি যজ্ঞানাং শ্রেষ্ঠঃ স্যাদুত্তরোত্তরঃ ॥ ৪১
যদুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ শব্দৈঃ স্পষ্টপদাক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়ন্ বাচা জপযজ্ঞস্তু বাচিকঃ ॥ ৪২
শনৈরুচ্চারয়ন্মন্ত্রং কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছ্রবণযোগ্যঃ স্যাৎ স উপাংশুর্জপঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৩
ধিয়া পদাক্ষরশ্রেণ্যা অবর্ণমপদাক্ষরম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যান্তু তদুক্তং মানসং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।

করিবে, নদী না থাকিলে তড়াগাদি-জলে স্নান করিবে। শুচিদেশে জল ছিটাইয়া বস্ত্র সকল স্থাপন করিবে। যত্নপূর্ব্বক মৃত্তিকাজলদ্বারা স্বকীয় দেহ লিপ্ত করিবে। স্নানের পূর্ব্বকালে পণ্ডিত ব্যক্তি আচমন করিবেন এবং যথানিয়মে বাগ্‌যত হইয়া হরিস্মরণ করত উরুপ্রমাণ জলে মগ্ন হইবেন। তৎপরে তীরে গমন করিয়া মন্ত্রের সহিত জলে আচমন করত বারুণমন্ত্র ও পাবমানী ঋকের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। হে দ্বিজগণ! তৎপরে যত্নপূর্ব্বক "স্যোনা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা কুশাগ্র জলদ্বারা প্রোক্ষণ করত "ইদং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া শরীরে মৃত্তিকা লেপন করিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার মজ্জনকালে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিবে। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠ করিবে; তৎপরে স্নানান্তে তণ্ডুল ও তিলদ্বারা দেবর্ষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে; তৎপরে বস্ত্র হইতে জল নিষ্পীড়ন করত তীর-প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ বস্ত্রদ্বয় ও উত্তরীয় পরিধান করিবে ও কেশসকল কম্পিত করিবে না। অতিশয় রক্ত ও নীল বস্ত্র প্রশস্ত নহে। মলযুক্ত ও গন্ধহীন বস্ত্র সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।* তৎপরে বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্তিকা জলদ্বারা চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে আচমন করিবে, তাহার বিধান এইরূপ যে, দক্ষিণ করকে গোকর্ণসদৃশ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত জল বীক্ষণ করিয়া, ত্রিবার পান করিবে; পরে জলদ্বারা দুইবার মুখমার্জ্জন করিবে। তদন্তে পাদ ও মস্তক অভ্যুক্ষণ করিয়া তিনবার অঙ্গুলিদ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপ বিধানানুসারে ধীমান্ নিরলস শুদ্ধমানস ব্রাহ্মণ, কুশহস্ত হইয়া পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে যথান্যায়ে প্রাণায়ামত্রয় করিবেন। তৎপরে বেদমাতা গায়ত্রীর উদ্দেশে জপযজ্ঞ করিবে। এই জপযজ্ঞ তিনপ্রকার; আপনারা ইহার তত্ত্ব বুঝুন। বাচিক, উপাংশু ও মানস এই তিন প্রকার জপযজ্ঞ; ইহার মধ্যে পর পর জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। যাহা উচ্চ ও নীচ উচ্চারিত স্পষ্ট পদাক্ষর শব্দদ্বারা মন্ত্রপাঠ করা যায়, তাহাকে বাচিক বলা যায়। যাহাতে মন্ত্র শনৈঃ শনৈঃ উচ্চারিত হয় ও ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ কম্পিত হয় অথচ শব্দ কথঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্য হয় তাহাকে উপাংশু জপ বলা যায়। বুদ্ধিদ্বারা পদ ও অক্ষরশ্রেণী স্মৃত হইবে, বর্ণ পদাক্ষর শুনা যাইবে না; কেবল মাত্র শব্দ ও তাহার অর্থচিন্তন দ্বারা যে জপ হয়, তাহার নাম মানস জপ-যজ্ঞ। জপদ্বারা স্তুত

প্রসন্নে বিপুলান্ গোত্রান্ প্রাপ্প বন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৫
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাসর্পাশ্চ ভীষণাঃ।
জপিতায়োপসর্পন্তি দূরাদেব প্রয়ান্তি তে ॥ ৪৬
ছন্দ ঋষ্যাদি বিজ্ঞায় জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
জপেদহরহর্জ্ঞাত্বা গায়ত্রীং মনসা দ্বিজঃ ॥ ৪৭
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং স ন পাপেন লিপ্যতে ॥৪৮
অথ পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বা ভানবে চোর্দ্ধবাহুকঃ।
উদুত্যঞ্চ জপেৎ সূক্তং তচ্চক্ষুরিতি চাপরম্ ॥ ৪৯
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য নমস্কুর্য্যাদ্দিবাকরম্।
ততস্তীর্থেন দেবাদীনদ্ভিঃ সন্তর্পয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৫০
স্নানবস্ত্রন্তু নিষ্পীড্য পুনরাচমনং চরেৎ।
তদ্বত্তক্তজনস্যেহ স্নানং দানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫১
দর্ভাসীনো দর্ভপাণির্ব্রহ্মযজ্ঞবিধানতঃ।
প্রাঙ্মুখো ব্রহ্মযজ্ঞন্তু কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥ ৫২
ততোঽর্ঘ্যং ভানবে দদ্যাত্তিলপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
উত্থায় মূর্দ্ধপর্য্যন্তং হংসঃ শুচিষদিত্যৃচা ॥ ৫৩
ততো দেবং নমস্কৃত্য গৃহং গচ্ছেত্ততঃ পুনঃ।
বিধিনা পুরুষসূক্তস্য গত্বা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৪
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলিকর্ম্ম বিধানতঃ।
গোদোহমাত্রমাকাঙ্ক্ষেদতিথিং প্রতি বৈ গৃহী ॥ ৫৫
অদৃষ্টপূর্ব্বমজ্ঞাতমতিথিং প্রাপ্তমর্চ্চয়েৎ।
স্বাগতাসনদানেন প্রত্যুত্থানেন চাম্বুনা ॥ ৫৬
স্বাগতেনাগ্নয়স্তুষ্টা ভবন্তি গৃহমেধিনঃ।
আসনেন তু দত্তেন প্রীতো ভবতি দেবরাট্ ॥ ৫৭
পাদশৌচেন পিতরঃ প্রীতিমায়ান্তি দুর্লভাম্।
অন্নদানেন যুক্তেন তৃপ্যতে হি প্রজাপতিঃ ॥ ৫৮
তস্মাদতিথয়ে কার্য্যং পূজনং গৃহমেধিনা।
ভক্ত্যা চ শক্তিতো নিত্যং বিষ্ণোরর্চ্চাদনন্তরম্ ॥ ৫৯
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ পরিব্রাড়্ব্রহ্মচারিণে।
অকল্পিতান্নামুদ্ধৃত্য সব্যঞ্জনসমন্বিতাম্ ॥ ৬০
অকৃতে বৈশ্বদেবেঽপি ভিক্ষৌ চ গৃহমাগতে।
উদ্ধৃত্য বৈশ্বদেবার্থং ভিক্ষাং দত্ত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৬১
বৈশ্বদেবকৃতান্ দোষাঞ্ছক্তো ভিক্ষুর্ব্যপোহিতুম্।
ন হি ভিক্ষুকৃতান্ দোষান্ বৈশ্বদেবো ব্যপোহতি ॥ ৬২
তস্মাৎ প্রাপ্তায় যতয়ে ভিক্ষাং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।

হইয়া দেবতা প্রসন্ন হন। দেবতা প্রসন্ন হইলে মনীষিগণ বিপুল ভোগসমূহ প্রাপ্ত হন। জপ করিলে ভীষণ রাক্ষসগণ, পিশাচগণ ও মহাসর্পগণ নিকটে আসিতে পারে না। দূর হইতেই তাহারা পলায়ন করে। ছন্দ ও ঋষ্যাদি জানিয়া নিরালস্য হইয়া মন্ত্র জপ করিবে। অর্থজ্ঞান করিয়া অহরহ গায়ত্রী জপ করিবে। সর্ব্বোত্তম সহস্র বার, মধ্যম শতবার, অন্ততঃ অধম দশবারও যিনি প্রতিদিন গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। গায়ত্রী-জপান্তে উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া 'উদুত্যং জাতবেদসং' ইত্যাদি সূক্ত ও 'তচ্চক্ষুঃ' ইত্যাদি সূক্ত জপ করিবে। তৎপরে প্রদক্ষিণান্তে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া সূর্য্যকে নমস্কার করিবে। তাহার পরে দেবতীর্থাদি দ্বারা জল লইয়া, দেবাদির সন্তর্পণ করিবে; পরে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে, যেহেতু এইস্থলে, ভক্তজনের স্নান ও দান আচমনযুক্তই প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাযুক্ত, কুশাসনে উপবিষ্ট কুশহস্ত ও পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রহ্মযজ্ঞ-বিধানানুসারে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। তৎপরে উত্থান করিয়া মস্তক-পর্য্যন্ত অঞ্জলি লইয়া গিয়া 'হংসঃ শুচিষৎ' ইত্যাদি ঋক্ উচ্চারণ করিয়া তিল, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত অর্ঘ্য, ভাস্করকে প্রদান করিবে। তৎপরে সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া গৃহে গমন করিবে। তাহার পর পুরুষ-সূক্তের বিধানানুসারে গৃহেই বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে বলিকর্ম্ম-বিধানানুসারে বৈশ্বদেবকে বলি দিবে। যে কালের মধ্যে গোদোহন হইতে পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত অতিথির অপেক্ষা করিবে। যাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই এবং যাহার পরিচয়ও জানা না থাকে, তাদৃশ অতিথি গৃহাগত হইলে, গৃহী স্বাগত আসনপ্রদানদ্বারা পূজা করিবে। অতিথিকে স্বাগত প্রশ্ন করিলে গৃহমেধীর অগ্নিসকল তুষ্ট হন। আসন প্রদান করিলে দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হন। পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলে পিতৃগণ দুর্লভ প্রীতি লাভ করেন। যোগ্য অন্ন প্রদান করিলে প্রজাপতি তৃপ্ত হন। সেই জন্য বিষ্ণুপূজার পর, গৃহস্থ ভক্তি ও শক্তি অনুসারে অতিথির পূজা করিবেন। পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ভিক্ষুককে অনিবেদিত-ব্যঞ্জনসমন্বিত অন্নযুক্ত ভিক্ষা প্রদান করিবে। বৈশ্বদেব-বলি সমাপ্ত না হইতেই যদি ভিক্ষু উপস্থিত হন, তাহা হইলে বৈশ্বদেবের অন্নাদি উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র অন্ন তাঁহাকে দিয়া বিদায় করিবে। যেহেতু বৈশ্বদেবকৃত দোষসমূহ ভিক্ষু দূর করিতে পারেন, কিন্তু ভিক্ষুকৃত দোষ বৈশ্বদেব দূর করিতে পারেন না। সেইজন্য গৃহে ভিক্ষু উপস্থিত হইলে, সমাহিত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিবে

বিষ্ণুরেব যতিচ্ছায় ইতি নিশ্চিন্ত্য ভাবয়েৎ ॥ ৬৩
সুবাসিনীঃ কুমারীঞ্চ ভোজয়িত্বা নরানপি।
বালবৃদ্ধাংস্ততঃ শেষং স্বয়ং ভুঞ্জীত বা গৃহী ॥ ৬৪
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি মৌনী চ মিতভাষকঃ।
অন্নমাদৌ নমস্কৃত্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৬৫
এবং প্রাণাহুতিং কুর্য্যান্মন্ত্রেণ চ পৃথক্ পৃথক্।
ততঃ স্বাদুকমান্নঞ্চ ভুঞ্জীত সুসমাহিতঃ ॥ ৬৬
আচম্য দেবতামিষ্টাং সংস্মরন্ন্ দরং স্পৃশেৎ।
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং কঞ্চিৎ কালং নয়েদ্বুধঃ ॥ ৬৭
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত বহির্গত্বা বিধানতঃ।
কৃতহোমস্তু ভুঞ্জীত রাত্রৌ চাতিথিভোজনম্ ॥ ৬৮
সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনামশনং শ্রুতিচোদিতম্।
নান্তরা ভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ ॥ ৬৯
শিষ্যানধ্যাপয়েচ্চাপি অনধ্যায়ে বিসর্জ্জয়েৎ।
স্মৃত্যুক্তানখিলাংশ্চাপি পুরাণোক্তানপি দ্বিজঃ ॥ ৭০
মহানবম্যাং দ্বাদশ্যাং ভরণ্যামপি পর্ব্বসু।
তথাক্ষয়তৃতীয়ায়াং শিষ্যান নাধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ ॥ ৭১
মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং রথ্যাখ্যায়াস্তু বর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনং সমভ্যঞ্জন্ স্নানকালে চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৭২
নীয়মানং শবং দৃষ্ট্বা মহীস্থং বা দ্বিজোত্তমাঃ।
ন পঠেদ্রুদিতং শ্রুত্বা সন্ধ্যায়াস্তু দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৭৩
দানানি চ প্রদেয়ানি গৃহস্থেন দ্বিজোত্তমাঃ।
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ ॥ ৭৪
এবং ধর্ম্মো গৃহস্থস্য সারভূত উদাহৃতঃ।
য এবং শ্রদ্ধয়া কুর্য্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৭৫
জ্ঞানোৎকর্ষশ্চ তস্য স্যান্নারসিংহপ্রসাদতঃ।
তস্মান্মুক্তিমবাপ্নোতি ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৭৬
এবং হি বিপ্রাঃ কথিতো ময়া বঃ
সমাসতঃ শাশ্বতধর্ম্মরাশিঃ।
গৃহী গৃহস্থস্য সতো হি ধর্ম্মং
কুর্ব্বন্ প্রযত্নাদ্ধরিমেতি যুক্তম্ ॥ ৭৭

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বানপ্রস্থস্য সত্তমাঃ।
ধর্ম্মাশ্রমং মহাভাগাঃ কথ্যমানং নিবোধত ॥ ১
গৃহস্থঃ পুত্রপৌত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা পলিতমাত্মনঃ।
ভার্য্যাং পুত্রেষু নিক্ষিপ্য সহ বা প্রবিশেদ্বনম্ ॥ ২
নখরোমাণি চ তথা সিতগাত্রত্বগাদি চ
ধারয়ন্ জুহুয়াদগ্নিং বনস্থো বিধিমাশ্রিতঃ ॥ ৩

এবং যতিগণ বিষ্ণুস্বরূপ এইরূপ নিঃসন্দেহ ভাবনা করিবে। গৃহী অগ্রে সুবাসিনী, কুমারী, বালক ও বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং আহার করিবেন। পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া মৌন কিংবা অল্পভাষিত্ব অবলম্বনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে প্রথমে অন্নকে নমস্কার করত তৎপরে পৃথক্ পৃথক মন্ত্র দ্বারা প্রাণাদির আহুতি প্রদানান্তে সমাহিতচিত্তে স্বাদু অন্ন ভোজন করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া ইষ্ট-দেবতার স্মরণপূর্ব্বক উদর স্পর্শ করিবে। পরে সায়ংসন্ধ্যার প্রাক্কালপর্য্যন্ত ইতিহাস ও পুরাণের আলোচনা করিবে। দ্বিজাতিদিগের প্রাতঃ ও সায়ং-কালে আহার বেদবিহিত, কিন্তু অগ্নিহোত্রীদিগের প্রাতঃকালে ভোজন করিবার বিধি নাই, তাঁহাদিগের সায়ংকালে ভোজন বিহিত। শিষ্যদিগকে অনধ্যায় কাল বর্জ্জন করিয়া পাঠ করাইবে। অনধ্যায়—ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পুরাণোক্তই গৃহীত। মহানবমী, দ্বাদশী, ভরণী ও পর্ব্বসকল, অক্ষয়তৃতীয়া, মাঘমাসের সপ্তমী ও রথ্যাখ্যা সপ্তমী এইসকল দিনে অধ্যয়ন করাইবে না। স্নানকালে তৈল মর্দ্দন করিয়া, অধ্যাপন করিবে না। শব বাহিত হইতেছে অথবা মহীস্থ রহিয়াছে দেখিয়া কিংবা রোদন শ্রবণ করিয়া পাঠ করিবে না। হে দ্বিজোত্তমগণ! গৃহস্থ,—হিরণ্য, গো ও পৃথিবী দান শক্ত্যনুসারে করিবেন। এই গৃহস্থের সারভূত ধর্ম্ম কথিত হইল। যিনি শ্রদ্ধার সহিত এই ধর্ম্মাচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন এবং নারসিংহের প্রসাদে তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হয়, তিনি সেই জ্ঞানদ্বারা মুক্তি লাভ করেন। হে বিপ্রগণ! এই তোমাদের নিকট সংক্ষেপে শাশ্বত-ধর্ম্মরাশি কথিত হইল ; গৃহী প্রযত্নের সহিত গৃহস্থের পালনীয় এই ধর্ম্ম করিলে, ভগবান্ হরির সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। ১—৭৭।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

হে মহাভাগ সত্তমগণ! ইহার পর আমি বান-প্রস্থাশ্রমের ধর্ম্ম বলিতেছি, আপনারা অবধান করুন গৃহস্থ,—পুত্র-পৌত্রাদি ও আপনার পলিত দেখিয়া, পুত্রগণের উপর ভার্য্যারক্ষণের ভার প্রদান করত কিংবা ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিবে।

ধান্যৈশ্চ বনসম্ভূতৈর্নীবারাদ্যৈরনিন্দিতৈঃ।
শাকমূলফলৈর্ব্বাপি কুর্য্যান্নিত্যং প্রযত্নতঃ॥ ৪
ত্রিকালস্নানযুক্তস্তু কুর্য্যাত্তীব্রং তপস্তদা।
পক্ষান্তে বা সমশ্নীয়ান্মাসান্তে বা স্বপক্বভুক্॥ ৫
যথা চতুর্থকালে তু ভুঞ্জীয়াদষ্টমেঽথবা।
ষষ্ঠে চ কালেঽপ্যথবা বায়ুভক্ষোঽথবা ভবেৎ॥ ৬
ঘর্ম্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থস্তথা বর্ষে নিরাশ্রয়ঃ।
হেমন্তে চ জলে স্থিত্বা নয়েৎ কালং তপশ্চরন্॥ ৭
এবঞ্চ কুর্ব্বতা যেন কৃতবুদ্ধির্যথাক্রমম্।
অগ্নিং স্বাত্মনি কৃত্বা তু প্রব্রজেদুত্তরাং দিশম্॥ ৮
আদেহপাতং বনগো মৌনমাস্থায় তাপসঃ।
স্মরন্নতীন্দ্রিয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৯

তপো হি যঃ সেবতি বন্যবাসঃ
সমাধিযুক্তঃ প্রযতান্তরাত্মা।
বিমুক্তপাপো বিমলঃ প্রশান্তঃ
স যাতি দিব্যং পুরুষং পুরাণম্॥ ১০

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

নখ, রোম এবং শুভ্রবর্ণ গাত্রাবরণ ধারণকরত বনস্থ, যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে। বনসম্ভূত ধান্য, অনিন্দিত নীবারাদি, কিংবা শাক, মূল, ফলদ্বারা প্রযত্নানুসারে নিত্য আহুতি প্রদান করিবে। ত্রিসন্ধ্যা স্নানযুক্ত হইয়া তীব্র তপস্যার আচরণ করিবে। পক্ষান্তে কিংবা মাসান্তে নিজ-পাক করিয়া আহার করিবে। চতুর্থ কালে * অথবা অষ্টমকালে কিম্বা ষষ্ঠকালে ভক্ষণ করিবে; অথবা কেবল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ, বর্ষাকালে নিরাশ্রয়, হেমন্তকালে জলমধ্যস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করত কালযাপন করিবে। যিনি এই কর্ম্ম যথাক্রমে করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ ধর্ম্মাত্মা স্বকীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া, উত্তরদিকে প্রব্রজন করিবেন। পরে বনে গমন করিয়া দেহপাত পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানের অবিষয়) ব্রহ্মকে স্মরণ করিলে, দেহান্তে ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। যে ব্যক্তি বনে গমন করিয়া প্রশান্ত-স্বভাব ও সমাধিযুক্ত হইয়া তপস্যা করেন, তিনি মলহীন, প্রশান্ত ও বিমুক্তপাপ হইয়া, দিব্য পুরাতন পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারেন। ১—১০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

* এস্থলে চতুর্থ কাল শব্দের অর্থ এই;—যেরূপ ব্রাহ্মণের প্রাতঃ ও সায়ংকালে দুইবার ভক্ষণ করিবার বিধি হওয়ায়, প্রাতঃকালে আহারের প্রথম কাল বলা যায়, এইরূপ সায়ংকালে দ্বিতীয়কাল কহা গিয়া থাকে। কেহ যদি একদিন উপবাস করিয়া পর দিবস সায়াহ্নকালে আহার করে, তাহা হইলে তাহার চতুর্থকালে আহার হইল; কেননা সেই আহারের পূর্ব্বে তাহার আর তিনবার আহার-কাল অতীত হইয়াছে। এইরূপ অষ্টম ও ষষ্ঠ কাল বুঝিতে হইবে।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি চতুর্থাশ্রমমুত্তমম্।
শ্রদ্ধয়া তদনুষ্ঠায় তিষ্ঠন্ মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১
এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥ ২
দত্ত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তথাত্মনঃ॥ ৩
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংরোপ্য মন্ত্রবিৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ॥ ৪
ততঃ প্রভৃতি পুত্রাদৌ স্নেহালাপাদি বর্জ্জয়েৎ।
বন্ধূনামভয়ং দদ্যাৎ সর্ব্বভূতাভয়ং তথা॥ ৫
ত্রিদণ্ডং বৈণবং সম্যক্ সন্ততং সমপর্ব্বকম্।
বেষ্টিতং কৃষ্ণগোবালরজ্জুমচ্চতুরঙ্গুলম্॥ ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অতঃপর উত্তম চতুর্থ আশ্রম (অর্থাৎ সন্ন্যাস) বলিব; শ্রদ্ধার সহিত সেই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বাধ্যায়-কথিত রীতিতে বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করত ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসবিধি-অনুসারে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনানন্তর, পূর্ব্ব অথবা উত্তরদিক্ লক্ষ্য করত স্বীয় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। সেই সময় হইতে পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধু ও সর্ব্বভূতকেই অভয় প্রদান করিবে। চতুরঙ্গুলপরিমিত, কৃষ্ণগো-বাল-রজ্জু, দ্বারা বেষ্টিত, সম-পর্ব্ব, প্রশস্ত বেণুনির্ম্মিত

শৌচার্থং মানসার্থঞ্চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্ ॥
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা ॥ ৮
সংগৃহ্য কৃতসন্ন্যাসো গত্বা তীর্থমনুত্তমম্।
স্নাত্বাচম্য চ বিধিবদ্বস্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ৯
তর্পয়িত্বা তু দেবাংশ্চ মন্ত্রবদ্ভাস্করং নমেৎ।
আত্মনঃ প্রাঙ্মুখো মৌনী প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥ ১০
গায়ত্রীঞ্চ যথাশক্তি জপ্ত্বা ধ্যায়েৎ পরং পদম্।
স্থিত্যর্থমাত্মনো নিত্যং ভিক্ষাটনমথাচরেৎ ॥ ১১
সায়ংকালে তু বিপ্রাণাং গৃহাণ্যভ্যবপদ্য তু।
সম্যগ্ যাচেচ্চ কবলং দক্ষিণেন করেণ বৈ ॥ ১২
পাত্রং বামকরে স্থাপ্য দক্ষিণেন তু শেষয়েৎ।
যাবতান্নেন তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবদ্ভৈক্ষ্যং সমাচরেৎ ॥ ১৩
ততো নিবৃত্য তৎপাত্রং সংস্থাপ্যান্যত্র সংযমী।
চতুর্ভিরঙ্গুলৈশ্ছাদ্য গ্রাসমাত্রং সমাহিতঃ ॥ ১৪
সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুক্তং পৃথক্পাত্রে নিযোজয়েৎ।
সূর্য্যাদিভূতদেবেভ্যো দত্ত্বা সম্প্রোক্ষ্য বারিণা ॥ ১৫

ভুঞ্জীত পাত্রপুটকে পাত্রে বাবভ্যতো যতিঃ।
বটকাশ্বত্থপর্ণেষু কুম্ভীতৈন্দুকপাত্রকে ॥ ১৬
কোবিদারকদম্বেষু ন ভুঞ্জীয়াৎ কদাচন।
মলাক্তাঃ সর্ব্ব উচ্যন্তে যতয়ঃ কাংস্যভোজিনঃ ॥ ১৭
কাংস্যভাণ্ডেষু যৎ পাকো গৃহস্থস্য তথৈব চ।
কাংস্যে ভোজয়তঃ সর্ব্বং কিল্বিষং প্রাপ্নুয়াত্তয়োঃ ॥ ১৮
ভুক্ত্বা পাত্রে যতির্নিত্যং ক্ষালয়েন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
ন দুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেষু চমসা ইব ॥ ১৯
অথাচম্য নিদিধ্যাস্য উপতিষ্ঠেত ভাস্করম্।
জপধ্যানেতিহাসৈশ্চ দিনশেষং নয়েদ্বুধঃ ॥ ২০
কৃতসন্ধ্যস্ততো রাত্রিং নয়েদ্দেবগৃহাদিষু।
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ে ধ্যায়েদাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ২১
যদি ধর্ম্মরতিঃ শান্তঃ সর্ব্বভূতসমো বশী।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ২২

ত্রিদণ্ডভৃদ্‌যো হি পৃথক্ সমাচরে-
চ্ছনৈঃশনৈর্যস্তু বহির্মুখাক্ষঃ।
সমুচ্য সংসারসমস্তবন্ধনাৎ
স যাতি বিষ্ণোরমৃতাত্মনঃ পদম্ ॥ ২৩

ইতি হারীতে ধর্ম্মশাস্ত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিদণ্ড,—সন্ন্যাসীর বাহ্য ও মানস শৌচের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। আচ্ছাদন-বাস, কৌপীন, শীতনিবারিণী কন্থা ও পাদুকাদ্বয় সংগ্রহ করিবে; অন্য কোন প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে না। এই সকল দণ্ড কৌপীনাদিই সন্ন্যাসীর চিহ্নরূপে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া সন্ন্যাসপূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন করত মন্ত্রপূত বারি-দ্বারা আচমন করিবে। তৎপরে দেবতাগণের তর্পণ করিয়া, সূর্য্যকে সমন্ত্রক প্রণাম করিবে। অনন্তর পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া, যথাশক্তি গায়ত্রী-জপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করিবে। প্রতিদিবস আপনার প্রাণধারণের জন্য ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিবে। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবে। বামকরে পাত্র স্থাপন করিয়া, দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা সংগ্রহ করিবে। যত অন্ন দ্বারা নিজের তৃপ্তির সম্ভাবনা, তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। তৎপরে সংযমী, সেই পাত্র অন্যত্র শুচি দেশে স্থাপন করিয়া, সমাহিত-চিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা সর্ব্বব্যঞ্জনযুক্ত গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করত পৃথক্ পাত্রে রাখিবে। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূত দেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে কিংবা এক পাত্রেই যতি ভোজনারম্ভ করিবেন। বট কিংবা অশ্বত্থপত্রে, অথবা কুম্ভী ও তৈন্দুক-নির্ম্মিত পাত্রে যতি কথনই ভোজন করিবে না। কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিগণ মলাক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, এইজন্য কদাচ কাংস্যপাত্রে যতিগণের ভোজন বিহিত নহে। যে ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে পাক করে, যে কাংস্যপাত্রে ভোজন করায়, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ কাংস্যপাত্রে ভোজনকারী যতিগণ প্রাপ্ত হন। অতি ভোজন করিয়া সেই পাত্রদ্বয় যজ্ঞের চমসের (যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের) ন্যায় কথনই দূষিত হয় না। অনন্তর আচমনান্তে নিদিধ্যাসন করত ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবে। বুধ—জপ, ধ্যান ও ইতিহাস দ্বারা দিনাবশেষ অতিবাহিত করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রি-যাপন করিবে এবং হৃদয়-পুণ্ডরীকভবনে অবিনাশী ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। যদি সন্ন্যাসী এ প্রকার ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বভূতসমদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও শান্ত হন, তাহা হইলে তিনি সেই পরম স্থান (মুক্তি) লাভ করেন, সে স্থান পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। যে ত্রিদণ্ডধারী সন্ন্যাসী রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদিসম্বন্ধ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কথিতং ধর্ম্মলক্ষণম্।
যেন স্বর্গাপবর্গঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১
যোগশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ সারমুত্তমম্।
যস্য চ শ্রবণাদ্‌যান্তি মোক্ষঞ্চৈব মুমুক্ষবঃ ॥ ২
যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানি তু।
তস্মাদ্‌যোগপরো ভূত্বা ধ্যায়েন্নিত্যং ক্রিয়াপরঃ ॥ ৩
প্রাণায়ামেন বচনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
ধারণাভির্বশে কৃত্বা পূর্ব্বং দুর্দ্ধর্ষণং মনঃ ॥ ৪
একাকারমনা মন্দং রোধধরূপমনাময়ম্।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ধ্যায়েজ্জগদাধারমুচ্যতে ॥ ৫
আত্মানং বহিরন্তঃস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভম্।
রহস্যেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণান্তিকম্ ॥ ৬
যৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ং সর্ব্বেষাঞ্চ হৃদিস্থিতম্।
যচ্চ সর্ব্বজনৈর্জ্ঞেয়ং সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ ॥ ৭
আত্মলাভসুখং যাবত্তপো ধ্যানমুদীরিতম্।
শ্রুতিস্মৃত্যাদিকং ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধং ন চাচরেৎ ॥ ৮
যথা রথোঽশ্বহীনস্তু যথাশ্বো রথিহীনকঃ
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুতং ভৈষজং ভবেৎ ॥ ৯
যথান্নং মধুসংযুক্তং মধুরান্নেন সংযুতম্।
উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ ॥ ১০
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
বিদ্যাতপোভ্যাং সম্পন্নো ব্রাহ্মণো যোগতৎপরঃ ॥ ১১
দেহদ্বয়ং বিহায়াশু মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ।
ন তথা ক্ষীণদেহস্য বিনাশো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১২
ময়া তে কথিতঃ সর্ব্বো বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
সঙ্ক্ষেপেণ দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধর্ম্মস্তেষাং সনাতনঃ ॥ ১৩
শ্রুত্বৈবং মুনয়ো ধর্ম্মং স্বর্গমোক্ষফলপ্রদম্।
প্রণম্য তমৃষিং জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বং স্বকাশ্রমম্ ॥ ১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং সর্ব্বং হারীতমুখনিঃসৃতম্।
অধীত্য কুরুতে ধর্ম্মং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৫

উদাসীন করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্তভাবে এই প্রকার আচরণ করেন, তিনি সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত অমৃতাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন। ১—২৩।

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বর্ণ ও আশ্রম-সমূহের ধর্ম্মলক্ষণ কথিত হইল। এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে দ্বিজাতিগণ স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করেন। এক্ষণে সংক্ষেপে সার উত্তম যোগশাস্ত্র বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে মুমুক্ষুব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস-বলেই সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়। এইজন্য ক্রিয়ারত ব্যক্তি যোগরত হইয়া নিত্য ধ্যান করিবে। অগ্রে দুর্দ্ধর্ষ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বচন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিবে। এইরূপ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিয়া, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করত, জ্ঞান-স্বরূপ, জগদাধার বলিয়া কীর্ত্তিত, অনাময়, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মকে শনৈঃ শনৈঃ ধ্যান করিবে। নির্জ্জনে একান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া, বাহির ও অন্তরস্থ, নির্ম্মল, সুবর্ণসদৃশ প্রভাশালী পরমাত্মাকে দেহপাত-কাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। "যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়, যিনি সকলের হৃদয়স্থিত, যিনি সকল জ্ঞানের জ্ঞেয়, সেই পরমাত্মাই "আমি" এ প্রকার চিন্তা করিবে। আত্মসাক্ষাৎকার-সুখ হইতে যাহা কিছু বেদ ও স্মৃতি-কথিত তপোধ্যানাদি ধর্ম্ম আছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। যে প্রকার অশ্ব-হীন রথে কিংবা রথিহীন অশ্বে কোন ফল হয় না, সেইরূপ বিদ্যা ও তপস্যা একত্র না থাকিলে কোন ফল নাই ;—পরস্পর মিলিত হইলেই উপকার আসে। পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষে ভর দিয়া আকাশে গমন করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ পক্ষদ্বয়দ্বারা নিত্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সুখকর-আকাশে যথেষ্ট সঞ্চরণ করা যায়। কর্ম্মবিহীন শুষ্ক জ্ঞান বা জ্ঞানহীন কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ হয় না। বিদ্যা ও তপস্যাযুক্ত ব্রাহ্মণ যোগপর হইয়া বাহ্য ও লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করত ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। যেমন দেহাদির বিনাশ হয়, সেরূপ, সম্পর্ক-বিহীন আত্মার বিনাশ কখনই হয় না। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আপনাদিগের নিকট বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে বর্ণাশ্রমস্থগণের সনাতন ধর্ম্ম সংক্ষেপে এই কথিত হইল। মুনিগণ ধর্ম্মমোক্ষফলপ্রদ এই প্রকার ধর্ম্ম শ্রবণ করত অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া সেই হারীত-ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হারীত-মুখনিঃসৃত শাস্ত্রানুসারী এই ধর্ম্ম অধ্যয়ন

ব্রাহ্মণস্য তু যৎ কর্ম্ম কথিতং বাহুজস্য চ।
উরুজস্যাপি যৎ কর্ম্ম কথিতং পাদজস্য চ ॥ ১৬
অন্যথা বর্ত্তমানস্তু সদ্যঃ পততি জাতিতঃ।
তস্মাৎ স্বধর্ম্মং কুর্ব্বীত দ্বিজো নিত্যমনাপদি ॥ ১৭
বর্ণাশ্চত্বারো রাজেন্দ্র চত্বারশ্চাপি চাশ্রমাঃ।
স্বধর্ম্মং যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৮
স্বধর্ম্মেণ যথা নৃণাং নারসিংহঃ প্রসীদতি।
ন তুষ্যতি তথান্যেন কর্ম্মণা মধুসূদনঃ ॥ ১৯
অতঃ কুর্ব্বন্ নিজং কর্ম্ম যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
সহস্রানীকদেবেশং নারসিংহঞ্চ সালয়ম্ ॥ ২০
উৎপন্নবৈরাগ্যবলেন যোগী
ধ্যায়েৎ পরং ব্রহ্ম সদা ক্রিয়াবান্।
সত্যং সুখং রূপমনন্তমাদ্য
বিহায় দেহং পদমেতি বিষ্ণোঃ ॥ ২১

ইতি হারীতে শর্ম্মশাস্ত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

করিয়া যিনি আচরণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে যে ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে, উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কেহ সেই সেই ধর্ম্মের অন্যথা আচরণ করিবে, সে সদ্য জাতি হইতে পতিত হইবে। যে প্রকার যাহার ধর্ম্ম অভিহিত হইল, তাহার সেই প্রকার ধর্ম্মই অনুষ্ঠানযোগ্য। এই হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অনাপদে (সাবধানে) স্ব স্ব ধর্ম্মাচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! এই চারিপ্রকার বর্ণ ও চারিপ্রকার আশ্রম। যাঁহারা এই বর্ণ ও আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন। ভগবান্ নরসিংহ যে প্রকার স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হন, সে প্রকার স্বধর্ম্মভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম-চারীর প্রতি প্রসন্ন হন না। এই হেতু নিরালস্য হইয়া যথাকালে স্বধর্ম্মাচারী মনুষ্যগণ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র ও ভগবান্ নরসিংহের পদ লাভ করিতে পারেন। উৎপন্ন বৈরাগ্য-বলে ক্রিয়াবান্ যোগী সর্ব্বদা পর-ব্রহ্মের ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবেন। ১—২১।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

হারীতসংহিতা সমাপ্ত।